182. Nc. 917. 11.

মন্দাকিনী

(গীতিকাব্য)

NATIONAL LIBRARY
No. bmp. 4404
DATE 9/10/07
CALCUTTA

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য রচিত

কলিকাতা
এম, এম, বরদাপ্রিনী প্রেসে
শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত ও
সৈদাবাদ, মুর্শিদাবাদ হইতে—
শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১৩২৪

মূল্য ।৵০ আনা

গ্রন্থকারের প্রথম রচিত

১৩২৮ সালের প্রকাশিত

কবিতার বই—

"পূজার নির্ম্মাল্য"

এই পুস্তক খানির সম্বন্ধে অভিমত।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দোপাধ্যায় এম, এ,—

"রাজভক্তি ও কবিত্বশক্তির মনিকাঞ্চন যোগ। * *"

নায়ক—

"লেখকের লিখিবার শক্তি আছে। * *"

মুর্শিদাবাদ হিতৈষী—

"এই গ্রন্থ এক একখানি করিয়া প্রত্যেকেরই গৃহে রাখা কর্ত্তব্য।"

শ্রীনবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক।

গ্রন্থকারের নিবেদন

মন্দাকিনীর কবিতাগুলির প্রায় পনর আনা আমার কিশোর বয়সের রচিত। সাহিত্যাচার্য্য পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপাসনা সম্পাদন কাল হইতে বর্ত্তমান সময়ের উপাসনায় অদ্যাবধি আমার কৈশোরের রচিত অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সমস্ত কবিতার সঙ্গে বর্ত্তমানের রচিত দুই একটী কবিতার সংযোগে এই মন্দাকিনীর সৃষ্টি।

গত বৎসর হইতে আমার যে কবিতাগুলি "ভারতবর্ষে" প্রকাশিত হইতেছে; বর্ত্তমান গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই তাহার বহু পূর্ব্বের লেখা। সুতরাং যে সব কাব্যরসিকগণ মন্দাকিনীর কবিতাগুলির মধ্যে উচ্চাঙ্গের ভাব-সৌন্দর্য্য এবং রসমাধুর্য্য উপভোগের আকাঙ্ক্ষা করিবেন তাঁহারা যেন কৃপাপূর্ব্বক ইহা আমার অপরিণত বয়সের রচনা বোধে সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করেন। ইতি—

জৈষ্ঠ, ১৩২৪।
মুর্শিদাবাদ, কাশিমবাজার।

বিনীত—
গ্রন্থকার।

উৎসর্গ

কাশীমবাজারাধীশ্বর পুণ্যশ্লোক অনারেবল মহারাজ স্যর

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর কে,সি,আই,ই

মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র

অশেষ গুণালঙ্কৃত, পরম সাহিত্যসেবী, প্রিয়তম

শ্রীমান্ মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী

বাহাদুর মহোদয়—করকমলেষু।

কুমার!

জানি না কি কর্ম্মফলে ত্যজি' অমরায়,
পবিত্র জনম লভি' এসেছ ধরায়।
আঁধার জীবনে তুমি প্রোজ্জ্বল প্রভাত,
ফুটিয়াছ রাজবংশে শ্রেষ্ঠ পারিজাত।
এস প্রাণে শান্তিধারা, দেব-আশীর্ব্বাদ!
তৃষিতে দিয়াছ ঢালি' তৃপ্তির আস্বাদ!
মনীন্দ্র-জীবন-কুঞ্জে—শান্তি-সরোবর!
মাতৃ-প্রাণে ব'য়ো তুমি স্নেহের নির্ঝর।
থাকো বুকে বুকে, হয়ে আনন্দের গান,
লহ আজি মোর ক্ষুদ্র প্রেমাঞ্জলি দান।

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪।
কাশিমবাজার।

চিরমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী—
শৌরীন্দ্র।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
রাজা ও রাণী	... ১	মোহভঙ্গ	... ৩০
ধনীর দৃষ্টি	... ৩	অরক্ষিত	... ৩১
আসল বন্ধু	... ৪	ভ্রমভঙ্গ	... ৩২
বন্ধুহীনের বিশ্বপ্রেম	... ৫	আয়ু	... ৩৩
মঙ্গলের স্বরূপ	... ৬	মৃত্যু	... ৩৪
মহাসত্য	... ৭	প্রকৃতির রোদন	... ৩৫
অভিসার	... ৮	ঘুঘু	... ৩৬
সান্ত্বনা	.. ৯	আয়ুর সামঞ্জস্য	... ৩৭
আকুলতা ও বিচ্ছেদ	... ১০	অলৌকিক সত্তা	... ৩৮
শ্রেষ্ঠ দান	... ১১	যম	... ৩৯
চোষাকাঠি	... ১২	জন্মের মূল্য	... ৪০
কালী ও কলম	.. ১৩	সাধনার সোপান	... ৪১
ভিক্ষুক	... ১৪	ধনী	... ৪২
মাঙ্গলিক	.. ১৫	ধন্য আমি	... ৪৩
যোগ	... ১৬	ঈশ্বরের ঋণ	... ৪৪
ঊষার দীপ	... ১৭	ধূলি	... ৪৫
গৃহবাসী	... ১৮	নারী	... ৪৬
ক্ষমা	... ১৯	চন্দ্রনাথ	... ৪৭
নির্ঝরের মুক্তি	... ২০	কৃতজ্ঞতা	... ৪৮
সীমা	... ২১	সভাক্ষেত্রে আবাহন সঙ্গীত	... ৪৯
অবসান	... ২২	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	— ৫০
পতিত	... ২৩	ঘট ও আকাশ	... ৫১
চিত্রপটের মূল্য	... ২৪	নদীর প্রতি	... ৫২
বুদ্ধিমান পথিক	... ২৫	জ্ঞানের শক্তি	... ৫৩
ধীবর	... ২৬	পূজা	... ৫৪
সন্ধ্যা	... ২৭	নিবেদন	... ৫৫
সময়	... ২৮	সমাপ্তি	... ৫৬
মহাকাল	... ২৯		

মন্দাকিনী

রাজা ও রাণী

সকল ভুবন দমন কবিয়া শাসন কাহার জাগে,
ত্রাসিত অরাতি চরণে লুটায়ে শিহরি' অভয় মাগে ;
নিখিল জুড়িয়া উঠিয়াছে চিব কাহার বিজয়-বাণী ?
সে যে গো মোদেব প্রাণ হতে প্রিয়, ভারতের রাজারাণী।

নৃপতি-সমাজে সকলের আগে কাহার আসন রহে,
সাগর বিপুল শাসন মানিয়া হরষে বারতা বহে।
কাঙ্গাল জাতিরে কে স্নেহে পরশি' লইল হৃদয়ে টানি',
সে যে গো মোদের প্রাণ হতে প্রিয়, ভাবতের রাজারাণী।

সন্তান সম কে ভাল বাসিল প্রজারে এদেশে আসি,
বুকের শোণিত ঢালিয়া তাঁহায় আমরা যে ভালবাসি।
হতাশ-হিয়ায় আশার বিষাণে বাজা'ল অভয়-বাণী,
সে যে গো মোদের প্রাণ হতে প্রিয়, ভারতের রাজারাণী।

শান্তি ঢালিতে ধরণীর মাঝে কে দিয়াছে বুক পাতি,
পাপ-দানবের অমর শাসক ধর্ম্মের চিরসাথী ;
বিস্ময়ে তাঁর আসনের তলে থেমে যায় সব বাণী,
সে যে গো মোদের প্রাণ হতে প্রিয়, ভারতের রাজারাণী।

ধনীর দৃষ্টি

প্রদীপের আলো দূরে দেয় বটে আপন রশ্মি তার,
বুকের নিম্নে রহে গো কিন্তু সদাই অন্ধকার।
তেমতি ধনীর করুণা-দৃষ্টি দূরে রহে চিরদিন,
গৃহের পার্শ্বে গরীবেরা তাই রহে গো অন্নহীন!

আসল বন্ধু

বন্ধু—বন্ধু—কোথা বন্ধু ? খুঁজিলাম সমগ্র সংসার ;
প্রাণ ঢেলে' ভালবেসে দেখা নাহি পাইলাম তার।
নরের নিভৃত-বুকে করিয়াছি আকুল সন্ধান ;
সেখানে স্বার্থের বাসা, প্রেম স্নেহ নাহি পায় স্থান।
প্রেমিক শুনেছি যারে ডুবেছি তাহার হৃদি-দেশ ;
ডুবারির মত খুঁজে' দেখিয়াছি তার আদিশেষ।
পবিত্র প্রেমের তবু সেখানেতে পাইনি সন্ধান ;
সেথায় ব্যবসা ওগো রাগ দ্বেষ জাগে অভিমান।
প্রেম যেথা নাহি হায় বন্ধু তথা রবে কি প্রকারে ?
কথার গাঁথুনি হেথা, বন্ধু নাই এ বিশ্ব-সংসারে !
হতাশ হইয়া আজি বড় কষ্টে বলিতেছি তাই
সব 'মণিহারি' ঠাট্ কোন খানে বন্ধু হেথা নাই।
কেহ যদি বন্ধু থাকে, রহে কোন জুড়াবার স্থান,
আছে একজন ; কে সে ? বিশ্বনাথ তুমি ভগবান !

বন্ধুহীনের বিশ্বপ্রেম

বন্ধু যবে ছিল গো আমার
শুধু মাত্র ছিল এক জন ;
প্রাণ ঢেলে ভালবেসে তারে
তৃপ্ত নাহি হইত জীবন।
তার সনে যে বন্ধুত্ব যবে
ভেঙ্গে গেল একটি কথায় ;
দেখিলাম বিশ্বজোড়া লোক
বন্ধু বলি ডাকে মোরে—আয় !
বড় দুঃখে দাগা পেয়ে প্রাণে
চাহিলাম জগতে তখন,
দেখিলাম বিশ্ব মোর গৃহ
বন্ধু মোর এ নিখিল জন।
আর তাই সামান্য বাতাসে
নাহি নিভে বন্ধুত্বের আলো ;
জানিয়াছি বন্ধুহীন যেবা
বিশ্বে সে বাসিতে পারে ভালো।

মঙ্গলের স্বরূপ

বন্ধুতব যতই কমিবে
আরো বন্ধু হবে বেশী করি,
বিঘ্নরাশি যতই বাড়িবে
শক্তিতে হৃদয় যাবে ভরি।
পদে পদে বাধা পাবে যত
শিক্ষা তত হইবে তোমার;
শোক তাপ যতই আসিবে
তত মুছি' যাবে অশ্রুধার।
নিঃস্বহায় যত হবে তুমি
যত তোমা যাবে সবে ভুলি;
তত তব ঈশ্বরের প্রেমে
ও ক্ষুদ্র হৃদয় যাবে খুলি।
জীবন গঠিত করি তুলে
বাধা বিঘ্ন আর অশ্রুজল;
মানুষ হইতে চাও যদি
অমঙ্গলে জানিও মঙ্গল।

মহাসত্য

শুধু মন্ত্র-তন্ত্র আর বচনের কলরবে,
না আনিতে পারে টানি' সে মহান্ ভবধবে।
পরের দুঃখের তরে যদি কাঁদি' উঠে প্রাণ ;
তারি বুকে তারি প্রাণে আসে নামি' ভগবান।

অভিসার

জীবন-যমুনা-তীরে হে প্রেমিক রাজ,
জানিনা কখন তুমি গেয়ে গেলে গান।
লিপ্ত ছিনু সংসারের কাজে, দূর হ'তে—
শুনি' সে সঙ্গীত মম অধীর পরাণ।
চারিদিকে শাশনেতে রেখেছে রোধিয়া
তবু ওগো সব বিঘ্ন ঠেলিয়া চরণে,
তোমার মিলন-আশে যেতে চায় ছুটি'
এ আত্মা বালিকাবধূ। আসি' জনে জনে
চারিদিক হ'তে দেয় গঞ্জনার গালি,
ধরণীর শতকর্ম্ম রোষবজ্র-করে
বাঁধিয়া রাখিতে চাহে। এ পাগল মন,
তবু ছটফটি' কাঁদে যাইতে কাতরে।
মনচোরা! জানিনাতো কবে অভিসার;
বাধিবে মিলন-গ্রন্থি তোমার আমার।

সান্ত্বনা

সতীপ্রেয়সীরে প্রাণ ভরি'
ভালবাসি' কাটিল যৌবন ;
তারপর প্রৌঢ়াবস্থা আসি
ধীরে ধীরে দিল দরশন।
অবিরত সংসারের কাজে
খাটিতে খাটিতে পরে হায় ;
দম্পতির বার্দ্ধক্য আসিয়া
দাঁড়াইল শিথিল কায়ায়।
সে কোমল গণ্ড গেল ঝুলি'
গাত্র চর্ম্ম আসে লোল হয়ে,
নিজ নিজ মুরতি হেরিয়া
অশ্রুজল পড়ে বুক ব'য়ে।
হেনকালে সহসা উভয়ে
দূরে শুনি' মরণ-আহ্বান,
চমকিয়া কহে—"এতদিন
বৃথা কি কাটানু ভগবান!
এ অমূল্য জীবন কি তবে
বৃথা কাজে যাপিনু দুজন ?"
ভগবান কহে—"না না তাহা
মোর কাজ জেনো বাছাধন!"

আকুলতা ও বিচ্ছেদ

যাহারে ধরিতে চাহি আঁকরি' হিয়ায়
সে তত পলায়ে যায় ছাড়ি' আলিঙ্গন ;
যাহারে বাঁধিতে চাহি নিবিড় বাঁধনে
তত শীঘ্রকরি ছিঁড়ে তাহার বন্ধন।
ভীম উন্মাদনা ভরা আকুলতা যথা ;
সেইখানে বাজে হায় বিচ্ছেদের ব্যথা !

শ্রেষ্ঠ দান

আকাশ হ'তে তপন্-শশী ঢাল্‌ছে মধুর আলো,
শ্যামাঙ্গিনী ধরায় বেসে প্রাণের সঙ্গে ভালো।
তরুর ডালে চামর করি' পবন বহায় বায়ু,
ভক্ত মানব প্রতিক্ষণে ঢাল্‌ছে পরম-আয়ু।
অযুত্ কোটী কণ্ঠে পাখী দেয় যে মধুর তান্
কাব্য-সুধা ঢাল্‌ছে কবি তাহার সাধের দান।
যার যা আছে দান করে তা', ক্ষুদ্র বনের ফুল—
সম্বলহীন ভাব্‌ছে বসি' দুঃখের নাই কুল।
অর্পিল শেষ সুবাস টুকু, লাজ্‌ভয়ে ক্ষীন্‌প্রাণ,
মাথায় ধরি' বল্লে ধরা সব্ সেরা এই দান!

চোখাকাঠি

হে প্রভু, দিয়াছ বটে করুণা করিয়া
পার্থিব সম্পদ মোরে গৃহ-মঞ্জুষায়।
লহ নাথ লহ আজি পুনঃ তাহা ফিরি'
এ অভাগা ও করুণা কভু নাহি চায়।
করুণা ফিরায়ে দিলে কর যদি রোষ
সেও ভাল বুক পাতি সব আজীবন ;
তবু নাহি চাহি কৃপা ধনসম্পদের
নিত্য যাহে গড়ি তুলে মানের বন্ধন।
তুমি যদি কর রোষ পুনঃ পাব ফিরি'
তোমারে করুণাময়! জানি মনে সার।
আর সে সম্পদ? সে যে চিরদিন তরে,
ব্যবধান রচি' দিবে তোমার আমার!
হে চতুর! চতুরতা করিছ কাহারে ;
চোখাকাঠি আর কেন দাও বারেবারে?

কালি ও কলম

কালি কহে—হে কলম, ধন্য আমি পরশে তোমার,
রাশি রাশি গ্রন্থ লিখি' বিলাইছ জ্ঞানামৃত ধার।
কত ক্ষুদ্র তবু তুমি নরহস্তে লেখনীর ধারে,
কম্পিত করিয়া তোল ধরণীর অযুত রাজারে।
মৃত্যুরে যে করে হেলা জীবনের সাথীটী সমর,
হেন সৈনিকেও তুমি কাঁপাইয়া তোল থরথর।
তবে হে তোমার সনে এ বন্ধুত্ব নহে কি শ্লাঘার?
কলম বলিল—সখা, বৃথা গর্ব্ব মোর অহঙ্কার।
যে পর-কৃপায় বলী কোথা তার বিক্রমের দাম?
তুমি না থাকিতে যদি কিবা দিয়া তবে লিখিতাম!

ভিক্ষুক

রে ভিক্ষুক, সকলের লাথি ঝাঁটা লভি যবে
কুটীরেতে আসিস্ রে ফিরি,
অভিমানে দুঃখে তোর ফেটে যায় বুকখানি
আপনার হীন দশা স্মরি।
চির অভিশপ্ত তুই নহিলে কেনরে তোর
ভিক্ষাভাণ্ড হাতে আজি বল্?
তাই তোর এ জীবনে বজ্রময় কথাগুলি
সখাসম হয়েছে সম্বল।
পরের দুয়ারে গেলে যদি কিছু কটু বলে
দুঃখে তোর ফেটে যায় প্রাণ,
অমনি দুর্ব্বহ প্রাণে মৃত্যু-শেল উঠে ফুটি
জাগি উঠে শত অভিমান।
হেথা হায় নাহি কেহ বেদনা বুঝিবে, যার
ভিক্ষাভাণ্ড এ জগতে সার,
অভাগা ভিক্ষুক! আয়, আমি দিব ভালবাসা
তোর তরে খোলা মম দ্বার।

মাঙ্গলিক

হোমের অনল স্পর্শ করিয়া মিশি' যাও দুটীজন,
জীবনের দ্বারে দাঁড়াইয়া আজি কর্ম্মের স্যন্দন।
ঐক্যের ভাবে প্রস্তাব কর হইয়া স্বার্থ-হীন,
মঙ্গল ঘোষি' বাজিয়া উঠুক অযুত শঙ্খবীণ্।
দোঁহাকার ভাবে দুজনের আজি চিত্ত হউক ভোর,
মরমে মরমে লাগুক গ্রন্থি অক্ষয় প্রেম-ডোর।
যজ্ঞের হবিঃ লয় দেবতারা হয়ে যথা এক প্রাণ,
তোমরা তেমতি হও একমত মুছে যাক্ অভিমান।
ভূমার বাতাসে দুটী হৃদয়ের মুক্ত হউক দ্বার,
দোঁহার মিলন অমৃত ঢালি' দি'ক্ শিরে সবাকার।

(নব-দম্পতির প্রতি— ঋগ্বেদ হইতে)

যোগ

তখনো নামেনি সন্ধ্যা, রক্তিম তপন
এলায়ে সহস্র জটা সোণালি কিরণে,
সমাধি লভিতেছিল করি পদ্মাসন।
ফিরে আসে গোষ্ঠ হ'তে শ্রান্ত গাভীকুল,
আনন্দ-চঞ্চল। ক্ষুদ্র গোহালের দিকে,
ছুটেছে তাদের চিত্ত বেগ। পক্ষীকুল
ফিরিতে আপন নীড়ে একাগ্র তৎপর।
স্কন্ধে করি হলভার নিরীহ কৃষক,
ধুলিমাখা শ্রান্ত তনু আসিছে ফিরিয়া;
সারাদিন পরে ক্ষুদ্র সংসারের কোণে—
দূর হতে মগ্ন হৃদি তার। উদার দিবস,
বিদায় মাগিতেছিল মানব-চরণে,
কালমন্ত্র মনে জপি। রয়েছে চাহিয়া,
ভক্তের একাগ্র হৃদি উপাসনা তরে।
নীরবে চলেছে বিশ্বে কি যোগের খেলা,
ধন্য আমি দাঁড়াইয়া দেখিনু একেলা!

ঊষার দীপ

হতাশে ঊষার দীপ কহিল আধারে,
হে মোর আধার, ওই হের নিশা যায় ;
এখনি মানব মোরে দিবে নিবাইয়া,
আসি তবে—মনে রেখো—বিদায়—বিদায় !
ভগ্নকণ্ঠে অশ্রু ফেলি কহে দীপাধার,
গভীর বেদনে রুদ্ধ হ'য়ে আসে কথা ;
"হা দীপ, মরণ-তীরে ফেলি অভাগায়
কোথা যাবে ?" দীপ কহে—"নহে নির্ম্মমতা,
প্রিয়তম, ইহা মোর। কর্ম্মী মানবের
কর্ম্ম হইয়াছে শেষ, আসিছে প্রভাত
আর মোরে নাহি প্রয়োজন। তাই এবে
নিবা'বে সে মোরে। আর কেন অশ্রুপাত ?"
এ নহে বিরহ সখা, মিলনের বর ;
মোরা দোঁহে মরি' প্রেমে হইব অমর।

গৃহবাসী

"রুদ্ধ গৃহকোণ হতে বাহিরে ছুটিয়া আয় ওরে
যদি চাস্ প্রাণ,
সকল জড়তা গ্লানি আসিলে এ মুক্ত বাতাসেতে
হবে অবসান।
আকাশে ভাসিয়া আসে স্বর্গ হ'তে ভূমার সঙ্গীত
সুমধুর স্নিগ্ধ সমীরণে,
এ অমূল্য সুখ ফেলি' কে চাহেরে বসিয়া থাকিতে
পুরাতন ও রুদ্ধ ভবনে।"
সন্ন্যাসীর কথা শুনি' গৃহবাসী কহে কাঁদি—"সখা,
আমি নিরুপায়;
পেয়েছি যাদের প্রেম, তাদেরে ফেলিয়া আজি হোথা
কি করিয়া যাই!"
সন্ন্যাসী নিশ্বাস ছাড়ি কহিল গো—"এ দীর্ঘ সন্ন্যাসে
যাহা মোর মিলেনি জীবনে,
তুমি তা' পেয়েছ, আজি বুঝিনু এ অমূল্য উত্তরে,
এ উত্তর গাথা রবে মনে"।

ক্ষমা

ভর্ৎসনা ও উপদেশ রাশি
পরক্ষণে যে যন ভুলিয়া,
পুনঃ নব অপরাধ করি
সম্মুখেতে দাঁড়ায় আসিয়া।
নিত্য ফেন নিপীড়নে যেবা
স্বভাব না জয় করে তার,
সে ভ্রান্ত অভাগা জনে হায়
কিবা শাস্তি আছে দিতে আর?
সঙ্গী করি আভরণ সম
অপরাধে বহে যেই হায়;
একমাত্র ক্ষমাকরা বিনা
আর তারে কি আছে উপায়?

নির্ঝরের মুক্তি

ভেঙ্গেছে পুরাণো ঘুম কোটী বরষের,
মুছিয়াছে ছলনার স্বপন-শাসন ;
ক্ষুদ্র এ পাষাণ-গণ্ডী কে দিলরে খুলি
কে বাঁশী বাজাল আজ হরি' প্রাণমন।
সে বাঁশীর সুর শুনি পাগলের মত
মুগ্ধ এ হৃদয় মাঝে উঠেছে কল্লোল ;
গলিয়া গলিয়া প্রাণ অনন্ত ধারায়
বাহির হইতে চাহে করি কলরোল।
সহিয়া অনন্ত তৃষা ছিনু বন্দী হ'য়ে
কালের চরণ-শব্দ মনে মনে গণি',
আজি যে রে মুক্ত আমি কি আর ভাবনা
ওই যে গো ভগীরথ করে শঙ্খধ্বনি।
কারো মানা মানিবনা চলিব ছুটিয়া
মিটাইতে মহাতৃষা যুগ যুগান্তের ;
আজি যে রে মুক্ত আমি কি আর ভাবনা
মিলেছে সন্ধান মম জীবন-নাথের।

সীমা

"সীমা—সীমা !" সারা বিশ্ব কাঁদিল কাতরে,
কোটী কোটী পণ্ডিতের ভাষা নিরুত্তর ;
ক্ষুদ্রপ্রাণ দিশাহীন না পায় সন্ধান
সীমা খুঁজিবারে গিয়া ব্যাকুল কাতর।
জীবন-শরণী পানে চাহিনু বিস্ময়ে,
দেখিনু তাহার দূর—সুদূরের পানে,
অন্ত কোথা ? কি যেন কি হেঁয়ালির মত
জটিলতা বেড়ে যায় হৃদি-মাঝখানে।
কতদিন হ'তে যে গো এ বিশ্ব পাগল,
ছুটেছে একাগ্র প্রাণে সীমা সীমা করি ;
অঙ্কপাত করি' তার কষিতে উত্তর
সূক্ষ্মদর্শী মহাকাল উঠে যে শিহরি।
নিজ নিজ শেষ সীমা নাহি হ'লে স্থির,
কি করিয়া সীমা পাব আমরা অধীর !

অবসান

মিনিট ছুটিছে সদা দিবসের দিকে
দিবস চলেছে ছুটি মাসের পিছনে ;
মাসের পরেতে মাস চলিয়াছে ওই
দীর্ঘ বরষের দিকে ছুটি প্রাণপণে।
বরষ ছুটেছে চলি' যুগটীর পিছে,
যুগ ছুটে লয়ে তার পিপাসিত প্রাণ,
অনন্ত যুগের পিছু। সেও চলি যায়,
কে বলিবে কবে এর কোথা অবসান !

পতিত

পাপ-প্রবৃত্তির স্রোতে ভাসি' গিয়া নর
নিশ্বাস ছাড়িয়া ফিরি' চাহিল কাতরে ;
পিছনে দাঁড়ায়ে তার দয়াময় জ্ঞানী,
বাহু মেলি' ডাকে কত—"আয় আয় ওরে" !
উন্মাদস্রোতেতে রহি বিকল মানব
শুনিল জ্ঞানীর মহা গম্ভীর বচন,
ফিরিবার করে চেষ্টা ; কিন্তু ব্যর্থ হায়
তীব্র তাড়নাতে। কাঁদি' কহিল তখন,—
আগে তব কথা কেন বুঝিনি ঠাকুর,
এখন কি ক'রে ফিরি এসে বহুদূর !

চিত্রপটের মূল্য

চিত্রপট লভি' করে, রাজা কহে,—"এমন সুন্দর,
অপরূপ চিত্র তরে কি মূল্য লইবে শিল্পীবর" !
শিল্পী কহে—"মহারাজ ! যত ভাবি তত বেড়ে যায়,
কেমনে করিব স্থির ? ভার দিনু তোমার সভায়"।
সূক্ষ্মদর্শী নৃপবর, জিজ্ঞাসি' পণ্ডিত জনে জনে,
সভার কবিরে শেষে আজ্ঞা দিল মূল্য নিরূপণে।
রক্ত দিয়া কবিবর নিজ দেহ করিয়া বিদার,
কহিল উন্নত শিরে—মূল্য এর এই রক্তধার" !

বুদ্ধিমান পথিক

বিদেশ গমন, সে ত' নিজ ইচ্ছাধীন,
ফিরিয়া আসাটা কিন্তু বড়ই কঠিন।
ফিরিবার পাথেয়টা আগে করি সাথে,
বুদ্ধিমান পথিক সে মোট তুলে মাথে।

ধীবর

নদীতে ফেলিয়া জাল মহা আয়োজনে,
ধীবর ধরিতে মৎস ব্যস্ত প্রাণপনে।
মোহজালে বদ্ধ হায় যাহার জীবন,
অপরে করিতে বন্দী কেন তার মন ?

সন্ধ্যা

অয়ি সন্ধ্যে সন্ন্যাসিনি ! আগমনে তোর,
থেমে গেছে ধরণীর সব কলরোল ;
নির্ব্বানের সে পবিত্র ভাষাহীন সুখ,
স্মরাইয়া দেয় বিভু-শান্তিময় কোল।
তোরি সম একদিন মোদের জীবনে
আসিবে উদাস সন্ধ্যা ঘিরি' অন্ধকার ;
নিবে যাবে জীবনের শেষ আলো রেখা,
জানিনাকো আগমন কবে সে তাহার।
থেমে যাবে সব শক্তি সব কণ্ঠরোল,
মুছে দিবে সব ক্লান্তি সেই আলিঙ্গন,
পড়ে রবে ধরণীর রচা গৃহগুলি,
যেতে হ'বে যথা সেই আসল ভবন।
লো তাপসী, আজি তোর এই আগমনে ;
জীবনের সেই সন্ধ্যা পড়ে শুধু মনে।

সময়

প্রতিদিন প্রতি পলে নরের সম্মুখ দিয়া ওই
সময় কাঁদিয়া যায় চলি ;
আঁখি রহিয়াছে যার দেখেরে কেবল সেই জন,
মানুষ তো তাহারেই বলি।
আর যার আঁখি নাই, সে কি করে ? সম্মুখে সময়—
তার তরে কেঁদে চলে যায় ;
কিন্তু হায়, সে অভাগা, ব্যসনের মাঝে মুগ্ধ হ'য়ে,
তাস পাবা খেলিয়া কাটায় !

মহাকাল

হে অনন্ত মহাকাল, বুকেতে তোমার
কি তরঙ্গ ফুলি' ফুলি' উঠে নিশিদিন ;
তাহার উন্মাদ তালে চলেছে ভাসিয়া
শত শত মানবেরা হ'য়ে দিশাহীন।
জানেনা কো তারা হায় কোথা যায় ভাসি'
এ অনন্ত উর্ম্মিরাশি ছুটেছে কোথায় ;
জীবন-পথের গেছে ভুলিয়া সন্ধান
তোমার উন্মাদ-স্রোতে শুধু চলে যায়।
ঢেউয়ে ছুটে, কিন্তু নাহি বোঝে একবার
এ উদ্দাম খরস্রোত সুরু কোন্‌খানে ?
নিজ নিজ গতি লয়ে ব্যস্ত আছে সবে
চাহিলনা কেহ হায় তার মূলস্থানে।
কালের তরঙ্গ-স্রোতে ছুটে সবে যায়,
কিন্তু দেখিলনা কেহ কাল যে কোথায় !

মোহভঙ্গ

বয়স চলিয়া যায় ছুটি অতি দ্রুত চঞ্চল চরণে,
হেনকালে দৈববাণী এক বহুদূরে পশিল শ্রবণে।
দৈববাণী কহে নরে ডাকি'—"হে মানব মগ্ন মোহ-মাঝে,
দিন যে চলিয়া যায় তব, জাননা এসেছ কোন্ কাজে?"
সহসা চমকি' উঠি' নর মহাভীত কম্পিত ভাষায়,
আকুল আবেগে কাঁদি ডাকে—"রে বয়স ফিরে আয় আয়!
এতদিন চিনি নাই তোরে ভ্রান্ত আমি ছিনু অচেতন,
আজি যেন কার বাণী শুনি' ঘুচে গেছে সে মোহ-স্বপন।
রে বয়স, ফিরে আয় ভাই হৃদয়ের সব ধন দিয়া,
এবার পূজিব তোরে সদা বুকে বুকে রাখিব মাখিয়া।"
ভগ্নকণ্ঠে কহিল বয়স—"ওই কাল ডাকিতেছে ভাই!
বহুদূর যেতে হবে মোরে, মাঝখানে কেমনে দাঁড়াই?

অরক্ষিত

ওপারের উচ্ছৃঙ্খল দুরন্ত পবন
নির্ম্মমের মত যবে আসিয়া এ পারে,
নিবাইল তটস্থিত ক্ষীন ঘৃতদীপ
দীর্ঘশ্বাস ত্যজি' ঘৃত কহিল তাহারে।
"হা রাক্ষস বায়ু তব একি নির্ম্মমতা
আমি দীপে আছি তবু নিভাইলে তায়,
বায়ু কহে—"নদীতটে যে দীপের বাস
তুচ্ছ তুমি হা পাগল রাখিবে তাহায়" ?
প্রতি পলে নিবিবার আশঙ্কা যাহার,
সে রহিলে নদীতটে, কোথা আয়ু তার !

ভ্রমভঙ্গ

উন্মাদ আশার পারাবার
পড়ে আছে বিশ্ব-বুক চুমি' ;
তার মাঝে লক্ষ্যহীন নর
সাঁতারি' চলেছে ছম্‌ছমি।
সহসা চমকি' উঠি' দেখে
সম্মুখেতে হিমাদ্রি সমান,
দাঁড়াইয়া ভীম ভ্রুকুটিতে
কর্ম্মফল গাহে রুদ্রগান।
অমনি ভাঙ্গিল মহাভ্রম
চাহি' দেখে কাঁপি' থর থর
সে শুধু একাকী আছে পড়ি'
বহ্নি ভরা শ্মশান ভিতর !

আয়ু

সে ঊর্ম্মি ফিরিয়া কভু নাহি আসে আর,
তটাহত যেই ঊর্ম্মি ছুটেগো সাগরে ;
এইরূপে মানবের যে দিনটি যায়
সে দিনটী আর কভু নাহি আসে ফিরে।
এতেও কাহারো মনে নাহি লাগে ধোঁকা,
ভ্রান্ত নর বলে শুধু—বাড়ে মোর খোকা !

মৃত্যু

জানি আমি তুমি সদা আছ মোর সাথে,
স্বদেশে বিদেশে তুমি সর্ব্বত্র সমান ;
ধনী দীন নাহি ভেদ, তব স্নেহ রাশি,
সকলে সমান বাঁটি করে থাক দান।
তবু মুর্খ অন্ধ নর দারুণ নেশায়
তোমারে ভুলিয়া থাকে সে মহা বন্ধনে ;
যদি কভু মনে হয় অমনি চমকি'
ঢাকিয়া ফেলিতে চায় শত আচ্ছাদনে।
আমি জানি তুমি সখা মহাশক্তিধর,
আছ সদা মোর পাশে ছায়ার মতন ;
জানি একদিন কোন্ নিমেষের মাঝে,
তুমি আসি দিবে মোরে মহা আলিঙ্গন।
তাই বুঝিয়াছি আজি তুমি সত্য সার,
ভুলিবনা এ জীবনে যে মৃত্যু আমার !

প্রকৃতির রোদন

উদার প্রকৃতি-তলে কত নবতত্ত্ব জ্ঞান প্রেম হায়,
মানবের আঁখির সম্মুখে প্রতিদিন কেঁদে ফিরে যায়।
প্রকৃতি বসিয়া থাকে প্রেমে, জননীর সম প্রতিদিন,
মানবেরে দিতে সেইগুলি ; কিন্তু হায় নর দৃষ্টিহীন।
প্রকৃতি জননী তাই দুঃখে, কহে কাঁদি ব্যথিত পরাণে—
"ফেলিয়া আমার স্নেহকোল নর হায় যায় কোন্ খানে ?"

ঘুঘু

নিদাঘ দুপুরে তপ্ত মহাকাশ তলে,
ছড়ায়ে ভীষণ রশ্মি জ্বলিছে তপন ;
ঝাঁ ঝাঁ করে চারিদিক, শ্রান্ত পথিকের
তপ্ত আকুলিত তনু চলেনা চরণ।
এ হেন দুপুরে শান্ত স্নিগ্ধ উপবনে,
ঘুঘু এক গাছে বসি বেদনার গান,
নিখিল-বিরহমাখা সঙ্গীতে তাহার
গলি যায় শত হৃদি কঠিন পাষাণ।
তার সে রহস্যময় উদাস সঙ্গীতে
যেন কত জন্ম-স্মৃতি ভেসে আসে প্রাণে ;
চিত্ত চলে যায় ভাসি' কোন কল্পনায়
এ হৃদয় ভ'রে উঠে পবিত্র নির্ব্বাণে।
করুণ স্বরেতে ঘুঘু ডাক বার বার,
অনন্তে মিশিয়া যাক্ ক্ষুদ্র মোর প্রাণ ;
মহাতত্ত্ব ভরা তোর ওই কণ্ঠ স্বরে,
শুনায়ে দিয়ে যা বিশ্বে ব্যথিতের গান।

আয়ুর সামঞ্জস্য

(শিশিরের উক্তি)

হে বিধাতঃ, কেন হেন করি' সৃজিলে জীবন ক্ষুদ্র মোর,
না মিটিতে জীবনের সাধ এ রজনী হ'য়ে যায় ভোর !
একটু সে ক্ষীণ জীবনের অতি ছোট ক্ষীণ সুখটুক,
না ফুটিতে ঝ'রে যায় তাহা, শুধু ব্যথা শুধু হায় দুঃখ।
অতি ক্ষীণ বিন্দুটীরো চেয়ে ক্ষীণ প্রাণ করিয়াছ দান,
তাও যদি দিলে তবে প্রভু, সাথে সাথে কেন অবসান ?
নর কাঁদি কহে,—বটে তব জনমিয়া অমনি মরণ,
তবু তারো বাঁধা আছে কাল সময়ের আছে নিরুপণ।
ভাগ্যহীন মোদের যে হায় খোলা চির মৃত্যুর দুয়ার,
কখন্ যে আসি দেখা দেয় কালাকাল স্থির নাহি তার।
উদ্বেগ বহিয়া বসে থাকা বিড়ম্বনা এ দীর্ঘ জীবনে,
রে শিশির ! তার চেয়ে ভালো তোর মত মৃত্যু শতগুনে।

অলৌকিক সত্য

ধারণা করিতে নারে বিজ্ঞান যাহার,
দর্শনের কুটতর্ক থেমে যায় যথা,
যে সংবাদ উপহাসে উড়ায় মানব
স্বপ্ন সম মনে হয় যে সত্য-বারতা।
এমন বিষয় কত স্বর্গে পৃথিবীতে
আঁখির গোপনে রহি করে সদা বাস,
জ্ঞানদর্পী নর যবে ভেবে ভেবে চুপ্
করে তারা সেইখানে আপনা প্রকাশ।

যম

ধর্ম্ম অবতার তুমি, তবে কেন স্মরি তোমা
হে শমন রাজ!
দারুন ভয়েতে কাঁপি' শিহরিয়া উঠি সর্ব্ব
মানব সমাজ?
শমন কহিল হাসি' যে দিন হইতে হায়
অভাগা মানব,
মরণে মরণ বলি' লইল ভীষণ করি
দিয়া অনুভব—
আমিও তাহার পাশে সেই হ'তে হইয়াছি
ভীম দরশন;
আমি নহি ভয়ঙ্কর মানব তুলেছে মোরে
করিয়া ভীষণ।

জন্মের মূল্য

হে জনম, চিরশান্তিময়-জগতের সুন্দর দুয়ার,
কিবা দিয়া রম্য তুমি বল, নাহি জানি কিবা মূল্য তার?
জন্ম কহে—"জান না কি হায়, হা মানব, স্বার্থময় প্রাণ,
মৃত্যু না রহিলে মোর প্রতি পড়িত কি তোমার নয়ান?
এ সম্মান মম কার তরে? কেবা সেই মোর মূলাধার;
জেনো তাহা, আমি রম্য যাহে, মৃত্যু শুধু কারণ তাহার।
আমার সৌন্দর্য্য কিছু নাই, মূল্য মোর নাহি কোন ধন;
যদি কিছু মূল্য থাকে মোর, মূল্য মম জানিও—মরণ।

সাধনার সোপান

সন্ন্যাসী কাঁদিয়া কহে—"ওহে অন্তর্য্যামি !
এতদিন বনে রহি' কি পাইনু আমি ?
তব তরে এত কষ্ট সহে যে পরাণ,
তবু আজো না পাইনু দেখা ভগবান !"
এ রোদন-বাণী শুনি' করুণার ভরে
জাগি' প্রভু ভগবান সন্ন্যাসী অন্তরে,
লিখি দিলা স্মৃতিপটে ;—"ভ্রান্ত যোগীরাজ !
আমি রহি ছোট হ'তে বড়টীর মাঝ।
আমার আসল রূপে আমারে চাহিলে,
ছোটটী ধরিলে আগে মোরে তবে মিলে।

ধনী

অন্তরেতে জ্ঞানচক্ষু ফুটিল যখন,
ফুকারি' কাঁদিয়া ধনী কহিল কাতরে ;—
"ভগবান দিলে যদি মানব জনম,
ধনরত্ন ঢালি কেন দিলে থরে থরে ?
বহিয়া টাকার থলি পিঠে আজীবন
কাটিল অমূল্য কাল গর্দ্দভ সমান,
অতীত গিয়াছে প্রভু, বর্ত্তমান যায়,
ভবিষ্যৎ এইরূপে সেকি অবসান
হবে নাথ ? এ অভাগা তবে কতকাল,
বহিবে গো পৃষ্ঠে এই সম্পদের ঝুলি ;
হে নিষ্ঠুর ! ত্রাহি ডাক ছাড়ে যে গো প্রাণ
জানিনা কবে যে লবে মোর বোঝা তুলি"।
ধাতা কহে—তুই বাছা না বহিলে ভার,
কে রাখিবে খাড়া করি দীনের সংসার ?

ধন্য আমি

ভক্তিতে তোমারে প্রভু, ডাকি যবে সেবক সমান,
মনে হয় সে সময় তুমি দূরে যেন আছ ভগবান।
প্রেম দিয়া প্রাণের আবেগে ডাকি যবে প্রণয়ীর সম,
মনে হয় তুমি আছ নাথ সম্মুখে আমার প্রিয়তম।
জ্ঞান যবে উঠেছে ফুটিয়া নেহারি তখন অপরূপ,
মোর মাঝে তুমি আত্মময়, এ বিশ্বেতে ভরা তব রূপ।
আমি যবে কর্ম্ম করি, যেন মনে হয় তোমারি সে কাজ;
তোমার আসল রূপ হেরি ধন্য মোর মুগ্ধ আঁখি আজ।

ঈশ্বরের ঋণ

পিতার নিকটে ঋণ আছে মোর, জন্ম দিলেন তিনি,
মায়ের নিকটে ঋণ আছে, দুঃখে পালিলেন মোরে যিনি।
পৃথিবীর কাছে ঋণ আছে মোর, করি যে তাহাতে বাস,
তাহারি বুকের ফসল খাইয়া সুখে থাকি বারো মাস।
তোমাব চরণে হে দয়াল প্রভু, সব চেয়ে বেশী ঋণ ;
করুণা করিয়া বাঁচায়ে রেখেছ এ দুঃখীরে এতদিন।

ধূলি

হে মোর ধরার ধূলি অন্তিম আশ্রয়,
তোর তরে কাঁদি' যে গো উঠিছে পরাণ ;
জগতের সর্ব্ব জীব দলি' যায় তোরে
তবু নাহি দেখি কোন দুঃখ অভিমান।
দাম্ভিক মানব তোরে করুক্ না ঘৃণা
ছোট কিগো হবি তুই কথায় তাহার ?
ভুলে গেছে তারা হায় তুই যে গো ধূলি,
উপাদান এ অনন্ত বিশ্ব-বসুধার !
মনে হয় যদি তোর পুণ্য হৃদি তলে—
হইতাম অতি সূক্ষ্ম একটী কণিকা ;
শিখিতাম নিষ্কাম সে ত্যাগ কারে বলে,
ঘুচে যেতো জীবনের সর্ব্ব অহমিকা।
এখনো যে ঘুচিলনা দম্ভ ভেদাভেদ,
বিশ্বপ্রেম কারে বলে শিখায়ে দে মোরে ;
ভুলিস্না যেন মোরে উপদেশ দিতে
জাগ্রত অথবা মোর মোহ-ঘুম ঘোরে।
বিলাসীর ঘৃণ্য তুই কথায় কথায়,
প্রেমিক নমিবে কিন্তু সদা শ্রেষ্ঠ মানি ;
দেহের ধূসর স্তরে লেখা আছে তোর—
ধরার বিচিত্র আদি ইতিহাস-বাণী।

নারী

অয়ি দেবি ! আদি কালে সমুদ্র মন্থনে,
নারীরূপে কি অমিয় করিলে বর্ষণ ;
মহাবিজ্ঞানের মাঝে কবিতার রূপে,
কি রহস্যে দেব-দলে দিলে দরশন !
সেই হ'তে ঢালিতেছ সুধা অনিবার,
আজো তবু না ফুরায় এ মায়া কেমন !
অনন্ত বরষ হ'তে কি ঢালিছ ধারা,
সরস সে সারাবিশ্ব। মুগ্ধ নরগণ !
তাই বুঝি সর্ব্ব দুঃখ ভুলি আপনার,
তোমারে পূজিতে রত আত্মা মন ঢালি' ;
তব মহিমায় দেবী, মুগ্ধ যে এ দীন,
কবে এ হৃদয় মোর দি'ছি অর্ঘ্য-ডালি।
চিরদিন ঢালো তুমি অমৃতের ধার,
মানব রহুক ভুলি দুঃখ আপনার।

চন্দ্রনাথ

বিশ্বের অনন্ত তত্ত্ব-বোঝা বহি' শিরে,
না জানি দাঁড়ায়ে তুমি আছ কতদিন ;
কি কহিছ যোগীবর নীরব ভাষায়,
শুনিতে সম্ভ্রমে নত দাঁড়াইয়া দীন।
বহাইলে কি অপূর্ব্ব সঙ্গীত তরল,
তোমার মোহন-সিঙ্গা নির্ঝরিণী-গানে ;
প্রকৃতি-চরণ-লুব্ধ মত্ত মধুকর
ছুটে আসিয়াছে আজি তোমার সন্ধানে ;—
সৌন্দর্য্য অমিয় তরে। ঘুরি' তীর্থ শত
কোটী কুসুমের মধু করেছি সন্ধান ;
কোথা সুধা ? বাহ্যরূপ শুধু গো সম্বল,
হতাশ হইয়া ফিরি' আসিয়াছে প্রাণ।
যোগীবর ! বসি' আজি কোলেতে তোমার,
মিটেছে সৌন্দর্য্য-তৃষা দীন অভাগার।

কৃতজ্ঞতা

তরু কহে—লো প্রেয়সী ছায়া ! ধন্য মানি ও তনু সুন্দর,
পথিকের বিশ্রামের তরে বিছায়ে রেখেছ অকাতর।
কৃতজ্ঞতা ভরা রুদ্ধকণ্ঠে তরুরে কহিল কাঁপি' ছায়া ;
তুমিইতো নিজে পুড়ি' নাথ, রচেছ আমার এই কায়া !

খুলনা—দক্ষিনডিহি গ্রামে কাশীমবাজারাধীশ্বর মাননীয়
মহারাজ সার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কে, সি, আই, ই
মহোদয়ের অভিনন্দন উপলক্ষে—

সভাক্ষেত্রে আবাহন সঙ্গীত।

এস আনন্দে,নয়নানন্দ, হৃদয়-বন্ধু, প্রাণে ;
নিখিল দিশি প্লাবিত আজি তোমার গুনগানে।
কামনা-নীপ শিহরি' উঠে তোমার বাঁশী শুনি'
মানসী-বালা যাপিল কত তোমার দিন গুনি',
সকল প্রাণ নিঙাড়ি' দিতে দাঁড়ায়ে পথপানে।
নিখিল-লোক-বন্দিত শ্লোকে এস এ শুভ-সাঁঝে,
স্বাগত, দেব-আশীষ মাখি' মনুজ-মনমাঝে ;
নন্দন-ফুল-সৌরভময় অমৃত-ধারা স্নানে।
মর্ম্মেরি রাঙ্গা নিবিড় তলে কাঁদেগো দীন-আশা,
তোমারি বুকে লুটিতে চাহে মোদের ভালবাসা,
মরম-বীণা বাজিয়া উঠে তোমার গুণগানে।
অন্তরে তুমি দিয়াছ ঢালি' অমিয় শান্তি-ধারা,
মোদের সুখে করাব স্নান তোমারে ধ্রুবতারা,
হৃদয়-রক্তে রচেছি অর্ঘ্য লহ তাই কৃপাদানে।

(ইমন কল্যান—তেওড়া)

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবে কোন্ পুণ্যক্ষণে নন্দনের প্রোজ্জ্বল-উষায়,
দেব-শাপ-ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলে ধরণীর গায়।
বঙ্গে এক শ্রেষ্ঠ গৃহে সেই দিন হইল প্রভাত,
ফুটিলে ঠাকুর-বংশে নরত্বের তুমি পারিজাত।
নন্দিত তোমার গন্ধে হইয়াছে সংসার-কানন,
ভবনে রচিলে তুমি মহত্বের শ্রেষ্ঠ তপোবন।
স্বদেশের নব চিন্তা ভাব-উর্ম্মি-প্রবাহের নীরে,
তুমি উৎসবের দিনে তরী বাহি এলে ধীরে ধীরে।
কর্ম্ম-যাগ হতে আজি সুধীবৃন্দ লভিয়া বিস্ময়,
চেয়েছে তোমার পানে। গুণমুগ্ধ গাহে তব জয়।
ত্যাগের মন্দার তব ঝরি' পড়ে প্রতি কর্ম্ম দিয়া,
তোমার মহত্ত্ব-মধু ক্ষরিয়াছে উল্লসিত হিয়া।
ঢেলেছ বিপন্নে তুমি করুণার মন্দাকিনী ধার,
আনন্দে করেছ বন্দী, লহ আজি মম নমস্কার।

ঘট ও আকাশ

ঘট কহে—হে দর্পিত অনন্ত আকাশ,
আজি তব আধিপত্য করিয়াজি দূর ;
তোমার অনন্ত দেহ মোর আচ্ছাদনে
ক্ষুদ্র করে পুরিয়াছি, আজি দন্ত চুর।
একাকি অনন্ত ছিলে এ বিশ্ব ঘিরিয়া,
আজি মোর মাঝে পুরি' করিয়াছি দুই,
আকাশ হাসিয়া বলে স্নেহ-তীব্রস্বরে,
ওরে অন্ধ ক্ষুদ্র ঘট বড় বোকা তুই।
আপনি যে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র আবরণে,
অনন্তেরে ধরিবারে কোথা শক্তি তার ?
ক্ষুদ্র বুকে ক্ষুদ্র-শূন্যে হেরি' গর্ব্ব তোর,
জানিস্ এ শুধু দুটী রূপের বিকার।
তুই যে মাটীর বস্তু, ভাঙ্গিবি যে দিন ;
মোর অংশ হবে আসি' আমাতে বিলীন।

নদীর প্রতি

অয়ি নদী, একি শান্তি করিলি প্রদান,
স্নিগ্ধ তোর বক্ষ-তলে করি আজি স্নান,
জাগিল যে সুখ, তার স্পর্শ লয়ে প্রাণে,
দাঁড়াইয়া মুগ্ধ দীন, আজি লো সন্ধানে—
তব গুপ্ত হৃদয়ের। জানিনা সুন্দর,
কোথা সে অমিয়রাজ্য ? করি ঝরঝর,
যেথা হ'তে রাত্রিদিন এ পিযুষ-ধার,
আসে ছুটি বহি' পিঠে ও ঊর্ম্মি-সম্ভার।
বলে দে কোথা সে স্থান ? এ পাগল মন,
সেথা গিয়া রচি' প্রেম-সমাধি-আসন,
সাধনা করিতে চাহে তোর ও আত্মার।
মোর আত্মা সনে তোরে করি একাকার,
লভিব অনন্ত সুখ। এক্ষুদ্র জীবনে,
সিদ্ধ তা হইবে কি না শঙ্কা জাগে মনে।
জানিনা অন্তর-মাঝে কবে শয্যা পাতি ;
মোদের পোহাবে সেই মিলনের রাতি।

জ্ঞানের শক্তি

প্রদীপ্ত কিরণ লয়ে গগনে প্রোজ্জ্বল দিনমনি
ধীরে ধীরে উদিবে যখন,
অমনি কাঁপিয়া ভয়ে পুঞ্জীভূত যত অন্ধকার
নিমেষে করিবে পলায়ন।
তেমনি হৃদয়ে যবে, জ্বলে উঠে প্রদীপ্ত জ্ঞানের
সে নির্ম্মল মহোজ্জ্বল আলো ;
সাথে সাথে ঘুচি যায় অমনি সে মহা অজ্ঞতার
অন্ধকার মসী সম কালো।

পূজা

হে প্রভু ! তব ভকত দীন লইয়া ফুল ডালাটী,
ভাবিছে তোমা কোথায় ব'সি পূজি'হে ।
ধরণী-মাঝে আছ যে তুমি সকল ঠাঁই ছড়ায়ে,
তোমার বাস কোথায় তবে খুঁজিহে ॥
ভবন-মাঝে আসন-তলে পাষাণ রূপ ধরিয়া,
মুরতি এ কি তুলেছ হরি ফুটায়ে ।
চিকনকালা বাঁশরী হাতে বদনে ঝরে সুষমা,
নিখিল-দেহে পড়িছ পুনঃ লুটায়ে ॥
তোমারে আজি পূজিতে গিয়া সহসা হেরি বেদীতে,
আলোকে তব গগন গেছে ভরি গো ।
অসীম, তুমি সসীম কভু, ভুবনে গলে করুণা
হরসে রসে শোভাতে পড় ঝরি' গো ॥
মধুর মনমোহন রূপে হরেছ মম মন হে
কিরণে তব তপন উঠে ঝলিয়া ।
পূজিতে তোমা আঁখির জলে এনেছি প্রাণ-বেদনা
পড়িতে চাহি চরণে আজি গলিয়া ।

নিবেদন

সারাটী জীবন ভরি' পাষাণ বলিয়া,
আজি এ দাসের নাথ ভাঙ্গিয়াছে ভুল।
তুমি তো পাষাণ নহ, আমি প্রেমহীন,
কি করি' ও প্রেম তবে পাইব অতুল।
ডাকিতে পারিনি আমি প্রাণ ঢালা প্রেমে,
বাসিতে পারিনি ভাল মনের মতন ;
তাই তুমি দেখ নাই—চাহনাই ফিরে,
ক্ষুদ্র আমি কি করিয়া পাব তব মন ?
তুমি যত বড় নাথ তত বড় প্রেম,
ধরেনা যে মোর বুকে ; ক্ষুদ্র যে এ দীন,
তবে তব ভালবাসা পাইব কি করি,
এ টুকু বুঝিনি প্রভু আমি অর্ব্বাচীন।
নিজে দোষী, ভুলে তোমা বলেছি পাষাণ ;
ক্ষমি দোষ, নিজগুনে চাহ ভগবান।

সমাপ্তি

শৈশবে খেলিয়াছিনু লইয়া পুঁতুল,
আজি যাহা খেলিতেছি কর্ম্ম নাম তার ;
এ দেহের এ বুকের রক্ত রাশি রাশি,
উপাদান এ খেলার ওগো আজিকার।
হয়তো হইয়া জয়ী উড়াব কেতন,
অথবা দলিত হব লভি' পরাজয় ;
তবু—তবু—হেথা আমি রব যতদিন,
এ খেলা খেলিতে হবে জেনেছি নিশ্চয়।
গেলেও আসিতে হায় হবে যে আবার,
জানিনাকো শেষ কভু হবে কিনা তার।